পিসির যত ভুতুড়ে এরর মেসেজ

তাসনীম মাহ্‌মুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ ব্যবহারকারীর পাতা জুলাই ১৩ সংখ্যায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে কিছু স্টার্টআপ এরর মেসেজের কারণ ও সমাধান তুলে ধরা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এ সংখ্যায় আরও কিছু স্টার্টআপ এরর মেসেজের কারণ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

অনলাইন এরর

এরর মেসেজের জন্য সবচেয়ে বিস্ময়কর সোর্স বা উৎস হলো ওয়েব ব্রাউজার। সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী যে এরর মেসেজের মুখোমুখি হন, তা হলো 'Internet Explorer cannot display the webpage'। এ সমস্যার সমাধান হিসেবে প্রথম পদক্ষেপ হলো কয়েকটি ওয়েবসাইটে ভিজিট করা। যদি সব ক্ষেত্রেই ফলাফল হিসেবে একই ফেইল্যুর মেসেজ আবির্ভূত হয়, তাহলে পিসি এবং রাউটার রিস্টার্ট করে চেষ্টা করতে পারেন। এতেও যদি ব্যর্থ হন, তাহলে ভালো হয় পিসির সাথে সংযুক্ত ইথারনেট ক্যাবল চেক করে দেখুন, যেখানে রাউটার প্লাগ-ইন করা হয় অথবা নোটবুকের ক্ষেত্রে ডাবল চেক করে দেখুন ওয়াই-ফাই সুইচ অন করা আছে কি না। উইন্ডোজের বিল্ট-ইন ডায়াগনস্টিক টুল আগের মতো ইন্টারনেট সংযোগ সংশ্লিষ্ট অনেক সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান করতে পারে।

কোনো তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের অ্যাড্রেসবারে সার্চ টার্ম টাইপ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস টাইপ করার চেয়ে। তবে অনেক সময় ভুল টাইপ হওয়ায় এররের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ওয়েব সার্চ করার জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার উইন্ডোর ওপরের ডান প্রান্তের ছোট বক্সে টেক্সট টাইপ করুন। যদি ওয়েবসাইটটি কাজ করে, কিন্তু আপনি যে পেজে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছেন তা অপসারণ করা হয়েছে কিংবা আপনি ভুল অ্যাড্রেস এন্টার করেছেন তাহলে 'Page not found', 'File not found' বা 'These page could not found', '\HTTP 404 Not found' ইত্যাদি ধরনের এরর মেসেজ ব্রাউজারের টাইটেল বারে বা ট্যাবে প্রদর্শিত হতে পারে। অবশ্য এ এরর মেসেজের ধরন ব্রাউজারের ভার্সনের ওপর নির্ভর করে।

অনলাইন বিশ্ব ভুয়া এরর মেসেজে পরিপূর্ণ। এ ওয়েব পেজগুলো ডিজাইন করা হয় প্রকৃত উইন্ডোজ এরর মেসেজের মতো করে। ভুয়া এরর মেসেজ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এ লেখার ফেক এরর মেসেজের বক্সে।

প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন বা হার্ডওয়্যার আপগ্রেডের পর এরর আবির্ভূত হওয়া

যদি সিস্টেম সেটিং পরিবর্তন করার বা নতুন হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার ইনস্টল করার পরপরই এরর মেসেজ আবির্ভূত হতে শুরু করে, তাহলে প্রথমে চেষ্টা দেখুন নতুন ইনস্টল করা প্রোগ্রামগুলো একে একে আনইনস্টল করে। এতে সমস্যা সমাধান হয় কি না খেয়াল করুন। যদি আপনি নিশ্চিত হতে না পারেন কী কারণে সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছেন কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সম্প্রতি, এমন অবস্থায় সিস্টেম রিস্টোর নামে টুল দিয়ে চেষ্টা করুন। এ টুল যেকোনো পরিবর্তনকে আনডু করতে পারে পারসোনাল ডকুমেন্টের কোনো ক্ষতি না করে। অবশ্য মাঝেমধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিস্টোর পয়েন্ট তৈরি হয়, যখন একটি প্রোগ্রাম ড্রাইভার ইনস্টল করে বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সবচেয়ে ভালো হয় কোনো কিছু ইনস্টল করা বা উইন্ডোজ সেটিংয়ে কোনো পরিবর্তন করার আগে ম্যানুয়ালি রিস্টোর পয়েন্ট তৈরি করা। এক্সপিতে রিস্টোর পয়েন্ট তৈরির জন্য Start-এ ক্লিক করে All Programs-এ ক্লিক করতে হবে। এরপর Accessories→System Tools→System Restore-এ ক্লিক করুন। সিস্টেম রিস্টোর চালু হওয়ার পর Create a new restore point রেডিও বাটন সিলেক্ট করুন। এরপর Next-এ ক্লিক করে প্রম্পট অনুসরণ করে এগিয়ে যান। উইন্ডোজ ৭ এবং ভিস্তার ক্ষেত্রে উইন্ডোজ কী চেপে R চাপুন এবং sysdm.cpl টাইপ করুন Open বক্সে এবং এরপর এন্টার চাপুন। এবার সিস্টেম প্রোটেকশন ট্যাবে create বাটনে ক্লিক করে পরবর্তী নির্দেশনাবলী অনুসরণ করুন।

ফাইল অ্যাক্সেস এরর

কখনও কখনও নির্দিষ্ট কোনো ফাইল বা ফোল্ডার ওপেন করার চেষ্টা করলে 'Access denied' এরর মেসেজ প্রদর্শিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে উইন্ডোজ বিশেষ ধরনের কনফ্লিক্ট তথা সংঘাতকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করছে। প্রোটেকটেড সিস্টেম ফোল্ডার ফাইলকে সেভ করার চেষ্টা করুন। এ এরর দেখার জন্য লোকেশনকে ডাবল চেক করে আবার চেষ্টা করুন। এটি পিসির জন্য একটি কমন বা সাধারণ বিষয়, যা এক্সপি থেকে ভিস্তায় আপগ্রেড করা হয়েছে। উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে চেষ্টা করুন C:\Users\[your_username]\My Documents অথবা My Music, My Videos ও My Pictures ওপেন করার। এরপর Access denied এরর মেসেজ আবির্ভূত হবে। এ ধরনের এরর মেসেজের কারণ হলো ফোল্ডারের কনটেন্টকে সরিয়ে সমতুল্য ভিস্তা ফোল্ডার নেয়া হয়েছে (ডকুমেন্টস, ভিডিও, মিউজিক, পিকচার) আপগ্রেড প্রসেসের সময় এবং পুরনো ফোল্ডারগুলো লক করা হয়েছে।

একইভাবে একটি শেয়ার্ড নেটওয়ার্ক ফোল্ডারে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করলে ফলস্বরূপ অনুরূপ এরর মেসেজ আবির্ভূত হয়, যেখানে উল্লেখ থাকে 'The network path was not found'। সাধারণত এমনটি ঘটে থাকে নেটওয়ার্ক ক্যাবল বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে অথবা নেটওয়ার্কে অন্য কমপিউটার বন্ধ থাকার কারণে। এরপর উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের শর্টকাট হিসেবে কমপিউটার বা ফোল্ডার আবির্ভূত হবে, যেখান থেকে ব্যবহারকারীদের মনে দ্বিধা সৃষ্টি হয়।

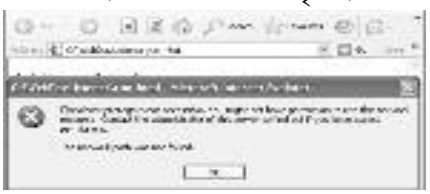

যখন অ্যাপ্লিকেশন কাজ করা বন্ধ করে দেয়

ধরুন, একটি প্রোগ্রাম কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে বা কখনই ওয়েলকাম মেসেজ আবির্ভূত হয় না। এ সমস্যার কারণ নিরূপণ করা তথা ডায়াগনাস করা বেশ জটিল। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যাযুক্ত প্রোগ্রাম আবার চালু করার আগে পিসিকে রিস্টার্ট করুন এবং ওই প্রোগ্রাম ডিজ্যাবল করার চেষ্টা করুন, যা উইন্ডোজের সাথে চালু হয় (স্টার্টআপ ফোল্ডার থেকে প্রোগ্রাম অপসারণ করার নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন, যা জুন ২০১৩ কমপিউটার জগৎ-এর ব্যবহারকারীর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে) যদি অন্য কোনো রানিং প্রোগ্রামের সাথে কনফ্লিক্ট করে। আরেকটি ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে, উইন্ডোজ এবং প্রোগ্রামগুলো যেনো সবসময় আপডেটেড থাকে।

অনুরূপভাবে, কোনো প্রোগ্রাম ক্লিক করলে অনেক সময় টাইটেল বারে দেখা যায় 'Not responding' মেসেজ। এটি খুবই বিরক্তিকর মেসেজ। এ সময় প্রোগ্রাম ফ্রিজ হয়ে যায় এবং কোনোভাবে অ্যাক্সেস করা যায় না বা বন্ধ করাও যায় না। এমন অবস্থায় সবচেয়ে ভালো হয় কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে দেখা যে প্রোগ্রাম নিজে নিজেই সমস্যা ক্লিয়ার করে কি না। সাধারণত প্রায় সময় এতে সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। অনেক সময় সমাধান হয় না এবং প্রদর্শন করে আরও মেসেজ। কখনও কখনও যখন কোনো প্রোগ্রামকে ওপেন করার চেষ্টা করা হয় অথবা ফাইলকে এমন লোকেশনে সেভ করার চেষ্টা করা হয়, যা যেকোনো কারণে ▸

অ্যাক্সেসযোগ্য নয়। যেমন শেয়ার্ড নেটওয়ার্ক ফোল্ডারে অ্যাক্সেসযোগ্য নয়, তখনই এই এরর মেসেজ আবির্ভূত হয়।

যদি উইন্ডোজের নিজস্ব সিস্টেম ফাইল ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সম্ভবত ভাইরাস সংক্রমণ বা ক্র্যাশের কারণে), তাহলে ব্যাপক বিস্তৃত ধরনে রহস্যজনক এরর বা ক্র্যাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর কারণ চেক করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফাইল রিপেয়ার করার জন্য নেভিগেট করুন All Programs→Accessories ফোল্ডার। এরপর Command Prompt লোকেট করে ডান ক্লিক করুন এবং বেছে নিন Run as administrator (এক্সপির ক্ষেত্রে এর দরকার নেই)। এবার কমান্ড বক্সে sfc /scannow টাইপ করে এন্টার চাপুন। এর ফলে অপরিণত দর্শনের এক টুল চালু হবে, যাকে বলা হয় Windows Resource Checker, যা যেকোনো ত্রুটিপূর্ণ ফাইল চেক করে দেখে এবং যদি তেমন কোনো ফাইল খুঁজে পায় তাহলে তা রিপেয়ার করবে। এ প্রসেস সম্পন্ন হতে কয়েক মিনিট সময় নেবে। যদি ক্ষতিগ্রস্ত ফাইল খুঁজে পায় তাহলে রিসোর্স চেকার টুল উইন্ডোজ ইনস্টলেশন ডিস্ক ড্রাইভে ঢোকাতে বলতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে, প্রথমে ফাইল রিপেয়ার না করে চেক করতে চাইলে sfc /scannow কমান্ডের পরিবর্তে sfc /verifyonly টাইপ করুন।

ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ

ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ এরর সাধারণত খুব একটা দেখা যায় না। যখন উইন্ডোজ হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং উপস্থাপন করে স্ক্রিনের ওপরের দিকে সাদা টেক্সটসহ শুধু ব্লু স্ক্রিন, যার মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেম রেসপন্স করছে এক মারাত্মক সমস্যা। এমনটি ঘটে থাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ড্রাইভার বা হার্ডওয়্যারের ম্যালফাংশনের কারণে। ড্রাইভারের ক্ষেত্রে যেগুলো গ্রাফিক্স কার্ড সংশ্লিষ্ট, সেগুলো সমস্যার মূল কারণ। হার্ডওয়্যারের কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর মধ্যে

সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা হলো ত্রুটিপূর্ণ মেমরি মডিউল সংশ্লিষ্ট, যা এ লেখায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসেসর অনেক গরম হয়ে পড়লে বা বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণেও (যেমন ইলেকট্রিসিটি ব্ল্যাকআউট বা ব্রাউনআউট) ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ হতে পারে। এছাড়া ব্লু স্ক্রিন এররের আরও কিছু কারণ নিরূপণ করা গেছে। যেমন ত্রুটিপূর্ণ ক্যাবল কানেকশন হার্ডডিস্কের সাথে মাদারবোর্ডের।

শাটডাউনের সময় এরর

উইন্ডোজ পিসি বন্ধ করার সঠিক উপায় হলো Start মেনু Shutdown বাটন ব্যবহার অথবা এক্সপিতে Turn off computer বাটন ব্যবহার করা। কিন্তু এমন উপায় অবলম্বন না করে যদি সরাসরি মূল পাওয়ার বন্ধ করা হয় কিংবা ল্যাপটপ ব্যাটারি অপসারণ করা হয়, তাহলে সিস্টেম ফাইল করাপ্ট করতে পারে।

কখনও কখনও পিসি বন্ধ করার পর অনেক সময় পিসি ফ্রিজ হয়ে যেতে পারে এবং সেই অবস্থায় থেকে যায়। আমাদের সবার জানা থাকা দরকার, উইন্ডোজ এ সময় আপডেট ইনস্টল করতে থাকে। সুতরাং এমন অবস্থায় পাওয়ার সুইচ অফ করার আগে ন্যূনতম ১৫ মিনিট সময় অপেক্ষা করুন। এ সময় হার্ডডিস্কের স্ট্যাটাস লাইট চেক করে দেখুন।

যদি এটি নিয়মিতভাবে ফ্ল্যাশ করতে থাকে তাহলে বুঝে নিতে পারেন পিসি এখনও শাটডাউন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবে এ কার্যক্রম যদি দীর্ঘ সময় ধরে অফ থাকে, তাহলে ধরে নিতে পারেন সম্ভবত পিসি ক্র্যাশ করেছে। সুতরাং এমন অবস্থায় রিস্টার্ট বাটন চাপুন বা মূল পাওয়ার সকেট থেকে সুইচ অফ করে দিন।

এমন ফ্রিজ হওয়ার ঘটনাকে হার্ডডিস্কের সমস্যার আলামত হিসেবে বলা যেতে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় হার্ডডিস্ক চেক করে দেখা উচিত। স্টার্ট মেনু থেকে Computer ওপেন করুন। এক্সপির ক্ষেত্রে My Computer ওপেন করুন। এবার হার্ডডিস্ক আইকনে ডান ক্লিক করুন। সাধারণত C: ড্রাইভে এবং Properties বেছে নিয়ে Tools বেছে নিন। এবার 'Check now' অপশনে ক্লিক করে নিশ্চিত করুন Automatically fix file system errors চেকবক্স টিক করা আছে। এবার Start-এ ক্লিক করুন এবং যখন এরর মেসেজ আবির্ভূত হবে তখন Yes-এ ক্লিক করুন পরবর্তী সময়ে উইন্ডোজ স্টার্টের সময় শিডিউল চেক করার জন্য। পিসি রিস্টার্ট করুন এবং উইন্ডোজ স্টার্ট হওয়ার আগেই ডিস্ক চেক করে দেখবে।

ফেইক এরর মেসেজ

অনেক ব্যবহারকারী এরর মেসেজ দমন করার জন্য শুধু Ok-তে ক্লিক করেন অধৈর্য হয়ে বা অজ্ঞতার বা ভীত হয়ে। যাই হোক না কেনো, আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা প্রতারক চক্র এর মাধ্যমে অর্থাৎ এ ধরনের কার্যকলাপকে ব্যবহার করে ক্ষতিকর ওয়েব পেজের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে ক্ষতিকর সফটওয়্যার ইনস্টল করাতে প্ররোচিত করে।

এ সাইটগুলো প্রদর্শন করে ভুয়া বা ফেইক এরর মেসেজ। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে যে তার সিস্টেম ভাইরাস আক্রান্ত অথবা ব্যবহারকারীর দরকার বিশেষ ধরনের এড-অন ইনস্টল করা।

ফেইক এরর মেসেজগুলো হতে পারে খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্ররোচিতমূলক, যা বুঝে ওঠা সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে কঠিন। তবে পরের গুপ্তরহস্য বা তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে। যদি সন্দেহ হয়, তাহলে এতে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকুন। এজন্য শুধু উইন্ডোটি বন্ধ করে দিন Alt+F4 চেপে অথবা টাস্ক ম্যানেজারের মাধ্যমে Ctrl+Shift+Esc একত্রে চেপে। এজন্য অ্যাপ্লিকেশন ট্যাবে প্রোগ্রাম খুঁজে বের করে End Task-এ ক্লিক করুন।

মেসেজ হলো মিডিয়াম

এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে উইন্ডোজের সবচেয়ে কিছু বিরক্তিকর এরর মেসেজের কারণ ও সমাধান তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এরর মেসেজ নিজেরাই প্রকৃতপক্ষে কোনো সমস্যা নয়– সমস্যার কারণ যাই হোক না কেনো। এরর মেসেজের মাধ্যমে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয় তা দিয়ে নিজেকে সজ্জিত তথা প্রস্তুত করুন। ওয়েব সার্চ করে প্রায় সময় সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। তাই সবসময় উদ্ভূত মেসেজগুলো ভালো করে ও সতর্কতার সাথে পড়ে নিন এবং এড়িয়ে যান অধৈর্য হওয়াকে এবং Ok বা Yes-এ ক্লিক করুন। মনে রাখতে হবে তাড়াহুড়া সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com